আন্তর্জাতিক ওজনস্তর সংরক্ষণ দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

ওজনস্তর বর্মের মতো সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মী থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এর বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্টিসমূহ যে সাড়া দিয়েছে তা উৎসাহব্যঞ্জক। মন্ট্রিল প্রটোকল ওজন
স্তরের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ক্ষতিকর উপাদানের উপর কাজ করছে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে বায়ুমন্ডলের উপরিভাগে ক্লোরিণের পরিমাণ সর্বোচ্চ বা তার কাছাকাছি পর্যায়ে। ফলে স্ট্রাটোসফেয়ারের ওজনস্তরে ক্ষতির মাত্রা কমে আসছে। আমরা প্রথমবারের মতো ওজনস্তর পুনরুদ্ধারের একটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এতেই আত্মতুষ্ট হওয়া সমীচীন নয়। কারণ এনটার্টিক এবং আর্কেটিক এলাকার ওজন স্তর এখনও নষ্ট হচ্ছে। অক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের অবস্থা একইরকম। বিজ্ঞানীরা আরো জানাচ্ছেন যে, আগামী কয়েক দশক পর্যন্ত ওজনস্তর বিশেষভাবে হুমকির সম্মুখিন থাকবে। তাই ভবিষ্যতের দিনগুলোতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একত্রে মন্ট্রিল প্রটোকল মেনে চলার ব্যপারে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও অধিক সক্রিয়তা দেখাতে হবে।

আমাদের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এখনই সকল দেশকে মন্ট্রিল প্রটোকলের সংশোধনীসমূহে অবশ্যই অনুসাক্ষর করতে হবে। ১৯৯৯ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো মন্ট্রিল প্রটোকল মেনে এই সম্মতি দিয়েছিল যে নিদৃষ্ট সময়ের মধ্যেই ওজনস্তরের জন্য ক্ষতিকর উপাদানসমূহের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। ক্লোরফ্লোরকার্বনের অবৈধ কেনা বেচা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোকে ১৯৯২ সালে কোপেনহেগেন সংশোধনীর আলোকে মিথাইল ব্রামাইড একই অবস্থানে রাখার এবং মন্ট্রিল প্রটোকলের অধীনে এর পরীক্ষিত ব্যাবহার অনুমোদন ও মূল্যায়নে বৈধতার চ্যলেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে । অপরপক্ষে মিথাইল ব্রামাইড' এর ব্যবহার এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে । ওজনস্তর ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যকার সম্পর্কের উপরে আরো গবেষণার প্রয়োজন।

সুতরাং আর্ন্তজাতিক সহযোগীতার মাধ্যমের অগ্রগতি আমদের জন্য আনন্দের। কিন্তু ওজনস্তর নিশ্চিত সংরক্ষণের আগ পর্যন্ত আমাদের পরিতুষ্ট হওয়া ঠিক হবে না। কেবল ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমাদের আকাশ রক্ষা করার মাধ্যমেই আমরা তা অর্জন করতে পারি।

** *** **